তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ২য় বর্ষ ❑ ৩য় সংখ্যা ❑ অক্টোবর ২০১১ ❑

ড. শামসুল বারি, চেয়ারম্যান, রিইব -এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনে শুনানির মাধ্যমে রাজউকের তথ্য প্রদান

বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি, "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বরাবরে ২৯ মে ২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন : ১. কোন এলাকায় ভবন নির্মাণের জন্য অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে রাজউকের কি নীতিমালা রয়েছে; ২. আবাসিক এলাকায় অনাবাসিক ভবন তৈরীর ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা উক্ত কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকেন তার তথ্য এবং ৩. কোন আবাসিক এলাকায় গৃহ নির্মাণের আবেদন পেলে সেক্ষেত্রে উক্ত এলাকার আশেপাশে বসবাসরত অধিবাসীদের মতামত বা অভিযোগ নেয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। উল্লেখ্য যে, আইনের ৯ (১) ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র গ্রহণের পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। তাই একই আইনের ২৪ (১), (২), (৩) ও (৪) ধারার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে গত ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখে আপীল আবেদন করা হয়। আইন অনুযায়ী আপীল আবেদন গ্রহণের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবার বিধান আছে। কিন্তু তা করা হয়নি, যা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার সুস্পষ্ট লংঘন এবং অবমাননার সামিল। এ প্রেক্ষিতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনটিকে সমুন্নত রাখার জন্য ১৭ আগস্ট ২০১১ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করা হয়। এ প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন গত ৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে অভিযোগের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উভয় পক্ষকে সমন জারির মাধ্যমে শুনানি সম্পন্ন করে। সেখানে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রধান তথ্য কমিশনার রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। এর ভিত্তিতে গত ১৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ড. শামসুল বারি রাজউকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে অফিসে ফাইলপত্র দেখে তথ্য গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে এটাই শিক্ষণীয় যে, দেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর থাকার কারণে রাজউকের মত এমন একটা শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যদি এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানতে এগিয়ে আসেন তাহলে এক সময় সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তথ্য কমিশনের শুনানীতে রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) গত দুই বছর ধরে তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগে কাজ করছে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে। এই কাজের অংশ হিসাবে মুন্সিগঞ্জ, নীলফামারী, খাগড়াছড়ি, রাজশাহী ও ঢাকায় ছাত্র, বেদে, সাঁওতাল, চাকমা, শ্রমিক ও নারীদের মাঝে দল তৈরী করে সেখানে রিইব নিয়োজিত আটজন এনিমেটর ১১ টি গণগবেষণা দল গঠন করেছেন। এই সব দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইনে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রকল্পের অধীনে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। সকল কর্মশালা পরিচালনা করেছে রিইব তথ্য অধিকার টীমের সদস্য প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম, ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসা এবং কাজী আরফান আশিক। অধিকাংশ কর্মশালায় এনিমেটরদেরকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল দুটি: এক. প্রশিক্ষণ প্রদানে এনিমেটরদের জড়তা দূর করা; দুই. এনিমেটরদের নিজেদের মধ্যে আইন সম্পর্কে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে তাকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আলোচনা করা। নীচে সকল তথ্য তুলে ধরা হল :

১. চাকমা জনগোষ্ঠী : খাগড়াছড়ি, ২৩-২৪ আগস্ট ২০১১, গ্রাম- খবংপড়িয়া, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা। এনিমেটর- রিপন চাকমা।

২. সাঁওতাল জনগোষ্ঠী : রাজশাহী, ১৪-১৫ আগস্ট ২০১১, গ্রাম - আমতলী, উপজেলা - গোদাগাড়ী। এনিমেটর ভগবত টুডু।

৩. বেদে সম্প্রদায় : মুন্সিগঞ্জ, ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১, গ্রাম - খড়িয়া, উপজেলা - লৌহজং। এনিমেটর - মো: সউদ খান।

৪. রবিদাস সম্প্রদায় : নীলফামারী, ২০-২১ সেপ্টেম্বর, গ্রাম - কুন্দল, সৈয়দপুর। এনিমেটর - মুন্না দাস।

৫. ছাত্র সমাজ ও শ্রমিক সমাজ: নীলফামারী, ২১-২২ সেপ্টেম্বর, সৈয়দপুর সদর, নীলফামারী। এনিমেটর-প্রতাপ চন্দ্র সরকার বিজয়।

৬. নারী সমাজ : নীলফামারী, ২২-২৩ সেপ্টেম্বর, সৈয়দপুর সদর, নীলফামারী। এনিমেটর - কামরুন্নাহার ইরা।

৭. ছাত্র সমাজ : ঢাকা সদর, ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর, ঢাকা। এনিমেটর - ফখরুল ইসলাম পলাশ।

৮. নারী ও শ্রমিক সমাজ: ঢাকা সদর ৩০ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর। এনিমেটর - সাদিয়া ইসলাম শান্তা।

কর্মশালায় রিইবের তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং গত এক বছরের বেশি সময় ধরে কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। এছাড়াও অন্যান্য সংস্থার সাথে রিইবের তথ্য অধিকার নিয়ে কাজের সম্পর্ক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের বিভিন্ন দিক ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

প্রতিটি কর্মশালার শুরুতেই অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজেদের সমস্যাকে তুলে ধরে। সেখান থেকে প্রধান তিনটি সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে সম্পর্কিত হয় তা আলোচনা করা হয়। আর এটি

করা হয় অংশগ্রহণকারীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে। উল্লেখিত সমস্যাগুলোর প্রত্যেকটির পেছনের কার্যকারণ অনুসন্ধান করে জানার চেষ্টা করা হয় এবং আলোচনা শেষে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেকটি সমস্যার মূলে রয়েছে তথ্য না জানা বা অজ্ঞানতা। তথ্য অধিকার আইন উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে কিভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তা হাতে কলমে অংশগ্রহণকারীদের বুঝানোর জন্য মূলতঃ এটা করা হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে উল্লেখিত সমস্যাগুলোর মধ্য থেকে এক নম্বর সমস্যা কেন হয়েছে বা কি কারণে হচ্ছে তার কার্যকারণ, সমস্যার সাথে তথ্য জানা না জানার সম্পর্ক ও গভীরতা, তথ্যের ধরন ও উৎস ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় গণগবেষণার আলোকে।

সৈয়দপুর পৌরসভার অফিসে রিইব-এর পোস্টার

এসব সমস্যা চিহ্নিত হবার পর তার কার্যকারণ নির্ণয় করা হয়। তাতে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটা সমস্যার সাথে বহুবিধ কারণ জড়িত রয়েছে, যেগুলোর সাথে তথ্য না জানার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই কোন সমস্যার সাথে কোন কোন তথ্য এবং কর্তৃপক্ষ জড়িত সেটা খুঁজে বের করা হয়। তার আলোকে তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দলগতভাবে তথ্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগ লেখার নিয়মাবলী হাতে-কলমে অংশগ্রহণকারীদের শেখানো হয়। এসব কর্মশালার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা যদি একই শ্রেণীর কিংবা দলের হয় তাহলে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনেক বেশি মাত্রায় ইন্টারএকটিভ হয়।

কর্মশালার শেষ পর্যায়ে মূল্যায়ন পর্বে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক ও আইন ব্যবহারে করণীয় সর্ম্পকে অংশগ্রহণকারীরা মতামত প্রদান করেন। এছাড়া একজন নাগরিককে কিভাবে তথ্য আবেদনপত্র সংরক্ষণ ও ফলোআপ করতে হবে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সম্ভাব্য কি কি ঝুঁকি আসতে পারে এবং সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা সহজ হতে পারে তা নিয়েও আলোকপাত করা হয়। লক্ষণীয় যে, প্রশিক্ষণার্থী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত, তরুন ছাত্র-ছাত্রী হলে আলোচনা অনেক বেশি ইন্টারএকটিভ হয়। তথ্য আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগপত্র লেখাও কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় নির্ভুল হয়ে থাকে। **-উৎপল কান্তি খীসা, ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর**

তথ্য প্রদানে বাঁধা সৃষ্টি করায় তথ্য কমিশনের আড়াই হাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্মকর্তাকে জরিমানা

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ দীর্ঘ শুনানির মাধ্যমে দেশে প্রথম বারের মত অভিযোগ নিষ্পত্তির সুনিদিষ্ট রায় প্রদান করেছে। রায়ে অভিযুক্ত আড়াই হাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা- কে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের নির্দেশসহ ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা) জরিমানা করা হয়। একই সাথে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্মকর্তা-কে তথ্য প্রদানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তিরস্কার ও সতর্ক করা হয়। এই ঘটনা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এক দৃঢ় পদক্ষেপ এবং নাগরিকদের কাছে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রতি একটা সতর্ক বার্তা হিসেবে কাজ করেছে।

প্রকল্পের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের চিত্র : তথ্য আবেদন, আপীল ও অভিযোগ প্রদানের বিবরণ

এলাকা	সম্প্রদায়	দল	মাস অনুযায়ী গণগবেষণায় নিয়োজিত দলসমূহের প্রদত্ত তথ্য আবেদনপত্রের সংখ্যা বিবরণী (এপ্রিল-জুলাই ২০১১)			
			আবেদন	জবাব প্রাপ্তি	আপীল	অভিযোগ
ঢা.বি, ঢাকা	বাঙ্গালী	ছাত্রছাত্রী দল	৪৮	১৬	০৩	-
ঢাকা সিটি কর্পো:	বাঙ্গালী	নারী দল	-	-	-	-
		শ্রমিক দল	২০	-	-	-
খাগড়াছড়ি সদর	চাকমা	ছাত্রছাত্রী ও নারী দল	৩৩	১১	-	-
		মিশ্র দল		-	-	-
গোদাগাড়ী	সাঁওতাল	ছাত্রছাত্রী দল	৪৬	০২	-	-
		মিশ্র দল		-		-
সৈয়দপুর	বাঙ্গালী	ছাত্রছাত্রী দল	২৫	০৪	০২	-
		শ্রমিক দল		-	-	-
সৈয়দপুর	বাঙ্গালী	নারী দল	২৬	০৪	০২	০১
সৈয়দপুর	রবিদাস	মিশ্র দল	৪৪	১১	০৭	০৬
লৌহজং	বেদে	মিশ্র দল	২৮	২৩	-	-
মোট			২৭০	৭১	১৪	০৮

সূত্র: এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ২০১১ এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখিত ছক তৈরী করা হয়েছে।

সৈয়দপুরে শ্রমিকদলের কর্মশালায় এনিমেটর বিজয় এবং ইরা

ঢাকার নারী ও শ্রমিকদলের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালায় প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার লাভ

দিনাজপুরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত আপীল আবেদনের শুনানী অনুষ্ঠিত

প্রথম বারের মত রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে গত ২৪ অক্টোবর, ২০১১ বিকাল ৪:১৫ মিনিটে দিনাজপুর পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে তথ্য না পাওয়া সংক্রান্ত আপীল আবেদনের উপর উভয়পক্ষের মধ্যে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। এই শুনানীতে প্রধান বিচারক ছিলেন দিনাজপুর পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালক মোঃ আবদুস সাত্তার মন্ডল। প্রথমে বিচারক আপীলকারীর কাছ থেকে জানতে চান কেন আপীল করেছেন। আপীলকারী রবিন দাস ও রাজু দাস তাদের আপীল করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। এরপর বিচারক তথ্য প্রদান কর্তৃপক্ষ চিরিরবন্দর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বি,এ,এম হায়দার আলীর নিকট জানতে চান কেন তথ্য প্রদান করা হয়নি এবং তথ্য আবেদন সংক্রান্ত চিঠি কেন গ্রহণ করা হয়নি। মোঃ বি,এ,এম হায়দার আলী নিজ পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলেও বিচারক তার যুক্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে আমলে নেননি। তাই বিচারক চিরিরবন্দর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বি,এ, এম হায়দার আলী-কে তথ্য প্রদান করতে আদেশ প্রদান করেন। রবিন দাস ও রাজু দাসের পক্ষে শুনানীতে অংশগ্রহন করেন রবিদাস সম্প্রদায়ের সদস্য ও এনিমেটর মুন্না দাস এবং রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, সৈয়দপুর শাখার সমন্বয়কারী মতিউর রহমান। এছাড়া শুনানী কাজে দিনাজপুর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের বেশ কয়েক জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার চক মানিক ডাঙ্গা পাড়া গ্রামের রবিদাস সম্প্রদায়ের সদস্য রবিন দাস গত ২১ আগস্ট ২০১১ ও রাজু দাস ২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাংলাদেশ এর ৮ (১) ধারার ভিত্তিতে চিরিরবন্দর উপজেলায় অবস্থিত ৩নং ফতেজংপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পে কতজন কে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে, তাদের নামের তালিকা এবং কি কি আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তারিখসহ বিস্তারিত তথ্য পেতে চাই মর্মে চিরিরবন্দর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য চেয়ে ডাকযোগে দুটি আলাদা আলাদা আবেদন করেন। কিন্তু উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় রবিন দাসের আবেদন গ্রহন করলেও আইনে নির্ধারিত ২০ কার্য দিবসের মধ্যে কোন তথ্য প্রদান করেন নি বা কোন রকম যোগাযোগও করেননি। অপর দিকে রাজু দাসের আবেদন সম্বলিত রেজিষ্ট্রি চিঠি গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এই প্রেক্ষিতে রবিন দাস গত ১৮ আক্টোবর ২০১১ এবং রাজু দাস ২০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে উপ-পরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আদেশের সময় বিচারক আবদুস সাত্তার মন্ডল বলেন আইনটি নতুন হওয়ায় অনেক কর্মকর্তা আইন সর্ম্পকে জানে না তাই এমন ঘটনা ঘটছে। তিনি আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সকলকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন। **-মুন্না দাস, সৈয়দপুর, নীলফামারী।**

"আমরা যতটুকু পারি আপনাকে সাহায্য করব"- ডিউটি অফিসার, আদাবর থানা, ঢাকা।

আদাবর থানায় শ্রমিকদের মামলা নেয়া হয় না জানার পর সেখানে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম জানার জন্য সাদিয়া আফরিন শান্তা যখন থানায় যায় তখন সেখানকার ডিউটি অফিসার জানতে চান যে, "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম জেনে কি করবেন?" এ প্রেক্ষিতে তাকে থানায় তথ্য আবেদন করার বিষয়টি জানালে তিনি আবারো জিজ্ঞেস করেন, "কেন তথ্য আবেদন করবেন?" তখন তাকে জানানো হয় যে, থানায় শ্রমিকদের মামলা নেওয়া হয় না। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আপনি এর প্রমাণ দেখান। তারপর তিনি আরো বলেন, "পরবর্তী সময়ে যদি আপনি এরকম কিছু জানতে পারেন তাহলে আপনি থানায় আসবেন। আপনার অভিযোগ জানাবেন। আমরা যতটুকু পারি আপনাকে সাহায্য করব"। **- সাদিয়া আফরিন শান্তা**

"কর্তৃপক্ষ বিষয়ে আমরা জানি না। আপনি ডাকযোগে আবেদন পাঠিয়ে দিন"- সিএ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।

রাজশাহী জেলা প্রশাসক অফিসে ২৩/০৮/২০১১ তারিখে আপীল জমা দেওয়ার জন্য যাই। সেখানকার অনেকেই আমাকে চিনেন। তারা আমাকে ভদ্রভাবে বসতে বললে আমি অনেকক্ষণ বসে থাকি। এক পর্যায়ে আমার প্রয়োজনীয় বিষয়টি তাদের কাছে উপস্থাপন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমাকে "অমুক আসুক, আপনি উনার সাথে কথা বলুন" বলে জানিয়ে দেন এবং তার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। সে অনুযায়ী আমি অফিসে অপেক্ষা করতে থাকি। উনি (সিএ এর চেম্বারে একজন বসেন) আসার পর আমি উনার সাথে কথা বলি। উনি বলেন, আমি তো বলতে পারবো না। আপনি সিএ-কে জিজ্ঞেস করেন। আমি সিএ এর কাছে গেলে উনি আমাকে সরাসরি জেলা প্রশাসক স্যারের সাথে দেখা করতে বলেন। পরের দিন ২৪/০৮/২০১১ তারিখে আমি আবারো জেলা প্রশাসক অফিসে যাই। জেলা প্রশাসক স্যার না থাকায় আমাকে আবারো বসতে বলা হয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর উনি আসলেন। তার কিছুক্ষণ পর সিএ সাহেব আমাকে জানালেন যে, কর্তৃপক্ষ বিষয়ে আমরা জানি না। আপনি ডাকযোগে আবেদন পাঠিয়ে দিন। **- ভগবত টুডু, এনিমেটর, রাজশাহী**

"পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে কোন পদবী নেই"- সচিব, সৈয়দপুর পৌরসভা।

সে দিন ছিল ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১, বৃহস্পতিবার দুপুর ১১ টা হবে। পৌরসভার সামনে চলতে চলতে মনে পড়লো এটি একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এখানে তথ্য আবেদন করা আবশ্যক। কারণ এখানেই নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত আছে। আর যেখানেই নাগরিক স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষিত থাকে সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ততো বেশি দরকার। এ চিন্তা থেকেই সেখানে তথ্য আবেদন করতে যাই। আবেদনের বিষয়টি ছিল- চলতি অর্থ বছরে পৌর বাজেটে উন্নয়ন খাতে ১১ নং ওয়ার্ডে নতুন রাস্তা বা ড্রেন নির্মাণ অথবা সংস্কার কাজের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা! যদি থাকে তাহলে তার তথ্যের

ঘোষণা: রিইব-এর উদ্যোগে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা সভা প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে। সবাই আমন্ত্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক -২৫, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন: ৮৮৬০৮৩০, ৮৮৬০৮৩১

ফটোকপি সংগ্রহ করা। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরমটি যথাযথভাবে লিখে পৌরসভায় পৌর সচিব এর অফিস কক্ষে তথ্য আবেদনটি জমা দিই। সচিব আবেদনটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে বলেন যে, তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেন নি। তখন আমি তাকে সংক্ষিপ্তাকারে বিষয়টি বুঝালাম। তাতেও তিনি না বুঝে আবারো বললেন, পৌর মেয়র বরাবর আবেদন করতে। আমি দ্বিতীয়বার তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সর্ম্পকে অবগত করার চেষ্টা করলাম। তার এক কথা, আবেদনটি ভুলভাবে Address করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, পৌরসভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে কোন পদবী নেই। পৌরসভার অল ইন অল হলেন পৌর মেয়র। অতএব যদি কোন কিছু জানার প্রয়োজন হয় তাহলে মেয়র বরাবর আবেদনটি লিখতে হবে।

আমি আর চেষ্টা না করে রিইব এর সাথে এই বিষয়ে ফোনে কথা বলি। পরামর্শ পেয়ে পুনরায় তথ্য আবেদন লিখি এবং তথ্য আবেদনের বিষয় পরিবর্তন করি। নতুন বিষয়টি হলো, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে সৈয়দপুর পৌরসভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তার নাম, পদবী ও ঠিকানা জানতে চাই। পরামর্শ অনুযায়ী আবেদনপত্রটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করি। একই সাথে আমি ২৯/০৯/২০১১ তারিখে আরো একটি তথ্য আবেদন করি-দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বরাবরে। আবেদনের বিষয়টি ছিল- সারা দেশে যে সকল সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি তাদের বিরুদ্ধে তথ্য কমিশন কি কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের কপি পেতে চাই। সেই আবেদনটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছি। - **প্রতাপচন্দ্র সরকার বিজয়, এনিমেটর, সৈয়দপুর**

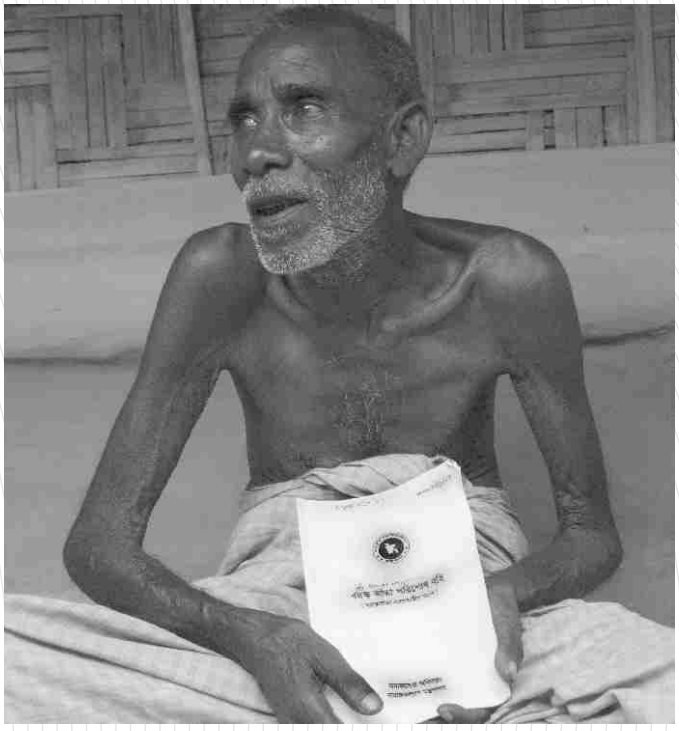

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির কার্ড হাতে সৈয়দপুরের কুন্দল গ্রামের চতুরী দাস (ছবি ঃ সৌজন্যে-লিসা ওয়েভেলসিপ)

"যারা দুর্নীতি করবে তাদের অবশ্যই ফল ভোগ করতে হবে"

গত ২৯/০৮/২০১১ তারিখে আমি রিপন চাকমা পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়িতে তথ্য চেয়ে আবেদন জানাই। তথ্য আবেদনের বিষয় ছিল ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় সর্বশেষ যারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের প্রাপ্ত নম্বরসহ নামের তালিকা এবং যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের খাতা দেখে ফটোকপি পেতে চাই। এরপর গত ০৭/০৯/২০১১ তারিখে জেলা পরিষদে কর্মরত জনৈক চাকমা বাবু আমাকে ফোন করে জানতে চান, "আপনি কি রিপন চাকমা? আপনি কি জেলা পরিষদ থেকে তথ্য চেয়েছেন?" জবাবে আমি হ্যাঁ বলার পর তিনি আমাকে তার বাসায় দেখা করতে বলেন। তার ভিত্তিতে আমি ১০/০৯/২০১১ তারিখ সকাল ৮.০০ ঘটিকায় মিলন চাকমা-কে সাথে নিয়ে তার বাসায় দেখা করতে যাই। তিনি আমার তথ্য চাওয়ার উদ্দেশ্য জানতে চান। তিনি আরও জানতে চান আমি তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকে আমি কি জানি। তখন আমি তাকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলি। আলোচনার এক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে যে ৪-৫ লক্ষ টাকা দিতে হয় তা তিনি নিজেও স্বীকার করেন এবং বলেন যে, এটা এখন সবার সহনীয় হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন যে, কোন সমঝোতার সুযোগ আছে কিনা তথ্য না দেওয়ার জন্য। আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বলি যে, এটা কোন দ্বন্দ্ব নয় যে সমঝোতার ব্যাপার আসবে। আমি তথ্য চেয়েছি, আমাকে তথ্য দিলেই হবে। পরে তিনি আরও জানতে চেয়ে বলেন, আমাকে কোন প্রকার সুবিধা দেয়া হলে আমি এই অবস্থান থেকে সরব কিনা! আমি সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করি এবং বলি যারা দুর্নীতি করবে তাদের অবশ্যই ফল ভোগ করতে হবে। এরপর তিনি ব্যাপারটি নিয়ে অফিসে আবার আলোচনা করবেন বলে আমাকে জানান। পরে তাকে আমি রিইবের তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ বইটি দিই এবং বলি এই আইনটি সর্ম্পকে জানা আপনাদের খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। - **রিপন চাকমা, এনিমেটর, খাগড়াছড়ি**

"আপনাদের কোন রোগী এলে আমাকে ফোন করে জানাবেন, আমরা ভালভাবে দেখে দেব"- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, লৌহজং।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- এ আগে রোগী নিয়ে গেলে দেখা যেত ডাক্তার সাহেব আসেননি। অনেক সময় বাসায় গিয়ে ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনতে হত। রোগী দেখার পর প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে বলত তাদের কাছে ঔষধ নাই। তাই বেশির ভাগ সময় বাইরে থেকে ঔষধ কিনে আনতে হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারী ২০১১ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত হাসপাতালে সরকারীভাবে বরাদ্দকৃত ঔষধের পরিমাণসহ নামের তালিকার কপি পাওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বরাবর তথ্য আবেদনপত্র লিখি। গত ০৬/০৯/২০১১ তারিখে উত্তরপত্র সংগ্রহ করি।

আমাকে লিখিতভাবে উত্তরপত্র প্রদান করা হয়েছে। এখন রোগী নিয়ে গেলে আগের মত অবহেলা করে না। অনেক ভাল ব্যবহার করে। আর প্রয়োজনীয় অনেক ঔষধ হাসপাতালে পাওয়া যায়, যা আগে কখনো দেয়া হত না। এখন ডাক্তার সাহেবরা বলেন, আপনাদের কোন রোগী এলে আমাকে ফোন করে জানাবেন, আমরা ভালভাবে দেখে দেব। তথ্য অধিকার আইন চর্চা করার পর বেদে সমাজের মধ্যে এখন অনেক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। আগে রোগী নিয়ে গেলে ডাক্তার ভাল কোন ঔষধ দিত না, রোগীদের ভাল করে দেখত না। এখন রোগীদের নিয়ে গেলে ভালভাবে দেখে দেয়, ভর্তির প্রয়োজন হলে ভর্তি করে দেয়, প্রয়োজনীয় অনেক ঔষধ এখন হাসপাতাল থেকে রোগীদের দিয়ে দেয়। বেদে সম্প্রদায়ের লোকদের মনে আগে হাসপাতাল সর্ম্পকে যে মনোভাব ছিল তা এখন অনেক বদলে গেছে। চিকিৎসার মান এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল। - **মোঃ সউদ খান, এনিমেটর, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ**

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ -এর বর্তমান ঠিকানা

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (অস্থায়ী ভবন), এফ/৪-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,
শেরে বাংলানগর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৭, ই-মেইল: cicicbd@yahoo.com

সম্পাদনা : সুরাইয়া বেগম, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, **প্রকাশনায় :** রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১
ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (RLS), জার্মানী, website : www.rosalux.de